নবম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা

[বেসরকারি খাত উন্নয়নে অনুসৃত 'রাষ্ট্রায়ত্ত খাত বেসরকারিকরণ কর্মসূচি' সত্ত্বেও জাতীয় উৎপাদন, মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস,পরিবহন,যাতায়াত এবং সেবা খাতে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এসব সংস্থার পরিচালন রাজস্ব বৃদ্ধির হার ছিল ২০.২৬ শতাংশ। তবে উৎপাদন ব্যয়ের হিসেবে ২০০৯-১০ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ৯,৩৩৬ কোটি টাকা, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৬৮১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সামগ্রিকভাবে এসব সংস্থার নিট মুনাফা ছিল ২৮৩৭.৯৪ কোটি টাকা। অন্যদিকে যেসব সংস্থা মুনাফা করেছে তা লভ্যাংশ হিসেবে ১,০৫৩.০৯ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাপ ৩২৫,৩৫৬.৯৬ কোটি টাকা। ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট ২১টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ ৩২৯৭১.১৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১৬৫.৬১ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) ১.৮৯ শতাংশ হলেও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তা ১.০৬ শতাংশে পৌঁছে। পরিচালন রাজস্বের ওপর নিট মুনাফার হার ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২.০৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ইক্যুইটির ওপর লভ্যাংশের হার ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ০.৮০ শতাংশ, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩.৪১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং সম্পদের টার্নওভার বিবেচনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।]

দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমসম্প্রসারমাণ ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের আওতা ও গভীরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় খাতের বিনিয়োগও উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। দেশে বিদ্যমান রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে (অ-আর্থিক) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC) অনুযায়ী ৭টি সেক্টরে বিভক্ত করে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। সারণি ৯.১ -এ এসব সংস্থার শ্রেণীবিন্যাস দেখানো হলঃ

সারণি ৯.১ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ (অ-আর্থিক)

ক্র: নং	সেক্টর	সংস্থার সংখ্যা	সংস্থার নাম
১।	শিল্প	৬টি	বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন।
২।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	৭টি	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ, ঢাকা পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ, খুলনা পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ।
৩।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৭টি	বাংলাদেশ সমুদ্র পরিবহণ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ।
৪।	বাণিজ্য	৩টি	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বাণিজ্য কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন।
৫।	কৃষি	২টি	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
৬।	নির্মাণ	৫টি	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।
৭।	সার্ভিস	১৬টি	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের উৎপাদন ও উপাদান আয়

২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ৬৪,৯৫৮ কোটি টাকা, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৫,৮৪৮.০৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ২০.২৬ শতাংশ। উক্ত সময়ে ক্রীত পণ্য ও সেবার মূল্য ২২.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০০৯-১০ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ৯,৩৩৬ কোটি টাকা, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৬৮১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। মূল্য সংযোজনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৪২ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে পরিচালন উদ্বৃত্ত ছিল ৩,৬৫৭ কোটি টাকা। পরবর্তী তিনটি অর্থবছরে ক্রমাগত লোকসান দিয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পুনরায় ২,৮২৭.৫৮ কোটি টাকা পরিচালন উদ্বৃত্ত রয়েছে। সারণি ৯.২ এ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, মূল্য সংযোজন, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলো।

সারণি ৯.২ঃ অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, মূল্যসংযোজন, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার

(কোটি টাকায়)

	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	যৌগিক প্রবৃদ্ধির হার
পরিচালন রাজস্ব	৬৪,৯৫৮	৭৮,৩৬৯.২৫	১,০৬,৯৯৩.০২	১২১,৮১৬.৬০	১৩৫,৮৪৮.০৪	২০.২৬
ক্রীত পণ্য ও সেবা	৫৫,৬২২	৮০,১৪৯.৭১	১,০৮,৬৩৫.৫৫	১১৬,০৩১.৩৯	১২৫,১৬৬.৭৯	২২.৪৮
মূল্যসংযোজনঃ উৎপাদন ব্যয়ের হিসাবে	৯,৩৩৬	-১,৭৮০	-১,৬৪৩	৫,৭৮৫	১০,৬৮১	৩.৪২
বেতন ও ভাতাদি	৩,১১৬	৩,৪৫৬	৩,৪৯৩	৪,০৩১	৪,৪০৭	৯.০৫
অবচয়	২,৫৬৩	২,৮৫৯.৮৫	৩,২০৬.৬৫	৩,১৮৬.৪২	৩,৪৪৬.৯০	৭.৬৯
পরিচালন (উদ্বৃত্ত/লোকসান)	৩,৬৫৭	-৮,০৯৬.৪০	-৮,৩৪২.৩৮	-১,৪৩২.৪৯	২,৮২৭.৫৮	-৬.২৩
মূল্য সংযোজন	৯,৩৩৬	-১,৭৮০	-১,৬৪৩	৫,৭৮৫	১০,৬৮১	৩.৪২

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

নিট মুনাফা/লোকসান

২০১২-১৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নিট লোকসান ছিল ২৬০৪.৭৩ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নিট মুনাফা হয়েছে ২৮৩৭.৯৪ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের (২২.০৪.২০১৫ পর্যন্ত) সংশোধিত হিসাব মতে, নিট মুনাফা ৩,০১৪.১৪ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন এর নিট মুনাফা পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৩-১৪) ১০.০৩৫.৪২ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৬৯০২.০০ কোটি টাকা হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (সংশোধিত) এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত ৩৪৫৪.৭৩ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। পূর্ববর্তী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠানের নিট লোকসান ছিল ২,৩২০.৮৯ কোটি টাকা। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নিট লোকসান ২০.৩৩ কোটি টাকা হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নিট মুনাফা ১৩.৭৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের মধ্যে যে সকল সংস্থার নিট মুনাফা/লোকসান উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটবে সেগুলো হলোঃ বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (নিট মুনাফা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৪৪৯.৬২ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৮১৫.১৫ কোটি টাকা), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (নিট মুনাফা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৩৭৫.৩২ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮০.৯৭ কোটি টাকা), বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভলপমেন্ট বোর্ড (নিট লোকসান পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৬৮০৬.৫৩ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭১৯.৯৭ কোটি টাকা), বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (নিট লোকসান পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৪৯৬.৭৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩৯.৮৮ কোটি টাকা)। বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (নিট মুনাফা ৯৩.৬৮ কোটি টাকা হতে হ্রাস পেয়ে নিট লোকসান ১০১.৪৫ কোটি টাকা), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (নিট লোকসান ৩৭.০৯ কোটি টাকা হতে হ্রাস পেয়ে নিট মুনাফা ১৭.৫৩ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নিট মুনাফা/লোকসানের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ৩৫ -এ দেখা যেতে পারে।

সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ ২০১২-১৩ অর্থবছরে লভ্যাংশ হিসাবে মোট ১০৪০.২২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে,যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,০৫৩.০৯ কোটি টাকায় উপনীত হয়। সংশোধিত হিসাব মতে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (২২.০৪.২০১৫ পর্যন্ত) সরকারি কোষাগারে জমার পরিমান ১৯৮৫.৮৭ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যে সকল সংস্থা উল্লেখযোগ্য হারে লভ্যাংশ প্রদান করবে বলে আশা করা যায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (৮৬২.৯৯ কোটি টাকা), তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (৮০০.০০ কোটি টাকা), বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (১০০.০০ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক সরকারি কোষাগারে প্রদত্ত লভ্যাংশের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৩৬ এ দেখা যেতে পারে।

সরকারি অনুদান/ভর্তুকি প্রদান

সরকার ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১১ টি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ১২৯১.০৫ কোটি টাকা প্রদান করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (২২.০৪.২০১৫ পর্যন্ত) এর পরিমাণ হয়েছে ১৩৪২.০০ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ৭৫১.৪৭ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৭০৫.৯৫ কোটি টাকা । তাছাড়া, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে ২৩০.১৩ কোটি টাকা, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষকে ১৪৭.১৭ কোটি টাকা, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনকে ৮৪.৩৫ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনকে ৭০.৮৯ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়। সারণি ৯.৩ -এ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ দেখানো হল।

সারণি ৯.৩ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশন/ প্রতিষ্ঠানের নাম	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪ (সাময়িক)	২০১৪-১৫* (সংশোধিত)
বিজেএমসি	৬৫.১২	৯৪.২৪	১০৬.১২	১৩৮.৩১	৬১.৯৭	৮৪.৩৫
বিআইডব্লিউটিসি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
আরডিএ	০.২০	০.২০	০.২১	০.২৮	০.৩৩	০.৪০
বিআইডব্লিউটিএ	৯৮.২৪	১৪০.৫৬	১২০.১৬	১৬১.২২	১৮০.৪৩	১৪৭.১৭
বিএসসিআইসি	৪৭.৭৪	৬২.২১	৬৪.৪৩	৬৪.০০	৭৯.৬৫	৭০.৮৯
বিএসবি	১০.৪	১৩.৮৫	১৫.৩৬	১১.৭৫	৬.৩১	১৪.৫১
ইপিবি	১৩.৮১	১৬.০০	১৬.০০	১৬.০০	১৯.৫১	২১.৪৪
বিএডিসি	২০৪.২৭	২৩৯.১৯	২৭৯.৩০	২৯২.৯৪	২১৬.০৬	২৩০.১৩
বিডব্লিউডিবি	৬৪৫.৭৪	৫৩১.৬৬	৬৪০.২৯	৬৭৭.৭৩	৭০৫.৯৫	৭৫১.৪৭
এনএইচএ	০.০০	০.০০	০.১৫	১৫.৫০	১৭.৩০	১৭.৬০
বিএসআরটিআই	১.৪২	২.৮৪	২.৮৮	২.৪৬	৩.০৩	৩.৫৪
মোট	**১,১৫৬.৬০**	**১,১০১.২৫**	**১,২৪৫.৪০**	**১,৩৮০.৬৯**	**১,২৯১.০৫**	**১,৩৪২.০০**

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। * ২২ এপ্রিল, ২০১৫ পর্যন্ত।

সরকারি দায়-দেনা (Debt Service Liabilities)

অর্থ বিভাগের ডিএসএল অধিশাখা ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত ১১২টি স্বায়ত্তশাসিত/আধা- স্বায়ত্তশাসিত/ স্থানীয় (স্ব-শাসিত) সংস্থার বকেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। হিসাব মতে, ২০১৩-১৪ অর্থবছর শেষে এসব অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিকট মোট বকেয়ার পরিমাণ দাড়াঁয় ৩২৫,৩৫৬.৯৬ কোটি টাকা। সরকারের ডিএসএল পাওনা ও আদায়ের সাময়িক হিসাব পরিশিষ্ট-৩৭ এ দেখা যেতে পারে।

ব্যাংক ঋণ

২১ টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৩২৯৭১.১৩ কোটি টাকা ঋণ রয়েছে যার মধ্যে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমান হচ্ছে ১৬৫.৬১ কোটি টাকা (০.৫০ শতাংশ)। যে সকল সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সর্বোচ্চ ঋণ রয়েছে সেগুলো হল: বিপিসি (১১১৫২.৭৮ কোটি টাকা), বিপিডিবি (৭৬২০.৩৭ কোটি টাকা), বিসিআইসি (৫১০৬.১১ কোটি টাকা), বিএসএফআইসি (৩২১৪.৯০ কোটি টাকা), বিএডিসি (২৩১২.৬০ কোটি টাকা), বিজেএমসি (১২১৯.০৮ কোটি টাকা), বিডব্লিউডিবি (৯৩৯.০৩), বিওজিএমসি (৩৯৬.১২ কোটি টাকা), বিএসইসি (৩০৭.৭৮ কোটি টাকা), বিবিসি (৩০১.৮৩ কোটি টাকা)। অন্যদিকে, যে সকল সংস্থার নিকট সর্বোচ্চ শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ রয়েছে সেগুলোঃ বিসিআইসি (৮৯.৫২ কোটি টাকা), বিটিএমসি (২৬.৩৪ কোটি টাকা), বিএডিসি (২১.২৭ কোটি টাকা), টিসিবি (১০.৮৩ কোটি টাকা), বিটিবি (১০.৫২), বিএসএফআইসি (৫.৯৯ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বকেয়া ও শ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ পরিশিষ্ট-৩৮ এ দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আর্থিক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোট সম্পদের ওপর মুনাফার হার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। কেননা, বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রায় সমস্ত সম্পদ ও ঋণ সরকার অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক যোগান দেয়া হয়ে থাকে। সারণি ৯.৪ এ ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ দেখানো হল।

সারণি ৯.৪ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফা

(কোটি টাকায়)

	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	প্রবৃদ্ধির হার
১। পরিচালন রাজস্ব	৬৪,৯৫৮	৭৮,৩৬৯	১০৬,৯৯৩	১২১.৮১৭	১৩৫৮৪৮	২০.২৬
২। পরিচালন উদ্বৃত্ত	৩,৬৫৭	-	-৮,৩৪২.৩৮	-১৪৩২.৪৯	২৮২৭.৫৮	-৬.২৩
৩। পরিচালন বহির্ভূত রাজস্ব	১,৬০৯	১,৫৭৩	২,৩৫৬	২৬৩৮	৩১২৯	১৮.০৯
৪। কর্মচারী অংশীদারী তহবিল	১২০	৩৭.৯৫	৭২.৫৬	৮৯.৪৮	৭৭.৭৮	-১০.২৭
৫। ভর্তুকী (প্রত্যক্ষ)	৭	৮.৫০	৭৮.০৯	০.৫০	০.৫০	-৪৮.৩০
৬। সুদ	১,৬৫৪	১,৮৬১.২৭	২,৪৮৮.৫২	২৫৮৭.৩৯	১৯৮৮.১৬	৪.৭১
৭। করপূর্ব নীট লাভ/লোকসান	৩,৪৯৯	-৮,৬২৮	-৮৫৮২	-১৪৭১	৩৮৯১	২.৬৯
৮। কর	১,০১০	৫৬৩.১৫	৮৩৩.১৮	১,১৩৩.৬০	১০৫৩.৮৩	১.০৭
৯। কর উত্তর নীট লাভ/লোকসান (৭-৮)	২,৪৮৯	-৯,১৯১.৪৭	-৯,৪১৫	-২,৬০৫	২৮৩৮	৩.৩৩
১০। লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড)	৫১৩	৬০৫.১৪	৪৫৯.৬৬	১,০৪০.২২	১০৫৩.০৯	১৯.৭০
১১। সংরক্ষিত আয় (৯-১০)	১,৯৭৬	-	-৯,৮৭৫	-৩,৬৪৫	১৭৮৪	-২.৫২
১২। মোট বিনিয়োগ/ফান্ড	১,৯৩,৭৭৪	১,৮৯,৯৬৬	২১৮,৮৯০	২৪২০৯৬	২৬৭১৭৫	৮.৩৬
১৩। ইক্যুইটি	৬৩,৯৮২	৩৭,৪২১	৩০,৮৪৭	২৯৬৬০	৩৩৫০৯	-১৪.৯৩
১৪। মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার	১.৮৯	-৪.২৬	-৩.৮১	-০.৫৯	১.০৬	-১৩.৪৬
১৫। পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার	৩.৮৩	-১১.৭৩	-৮.৮০	-২.১৪	২.০৯	-১৪.০৭
১৬। ইকুইটির ওপর লভ্যাংশের হার (১০÷১৩)	০.৮০	১.৬২	১.৪৯	৩.৫১	৩.৪১	৪০.৭১
১৭। মোট সম্পদের টার্নওভার (১÷১২)	০.৩৪	০.৪১	০.৪৯	০.৫০	০.৫১	১০.৯৮

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

লেখচিত্র ৯.১: রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ইকুইটির ওপর লভ্যাংশের ও মোট সম্পদের ওপর পরিচালন লোকসান/মুনাফার হার

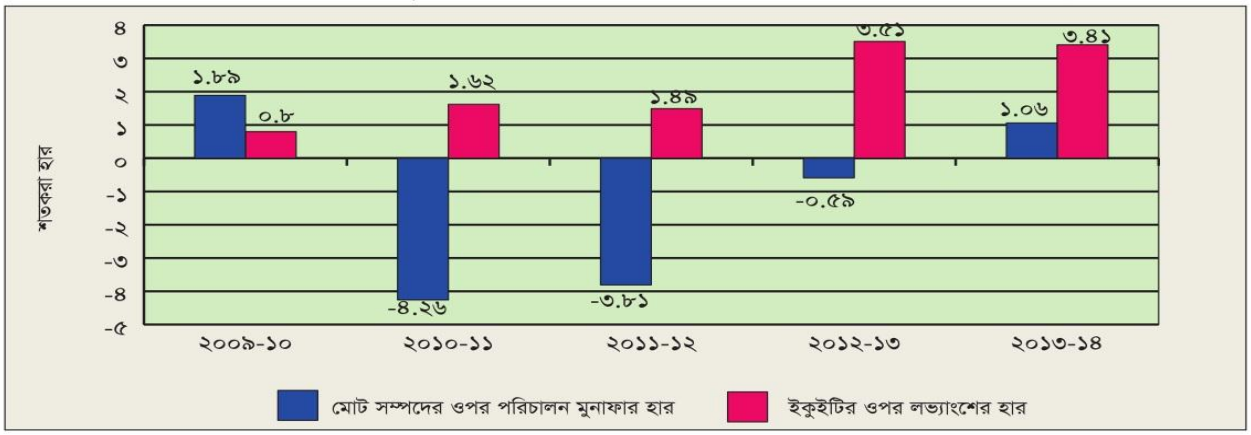

সারণি ৯.৪ হতে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট পরিসম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ১.৮৯ শতাংশ যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১.০৬ শতাংশে উপনীত হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে পরিচালন রাজস্বের ওপর নিট মুনাফার হার ছিল ৩.৮৩ শতাংশ যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২.০৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের হার ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ০.৮০ শতাংশ যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩.৪১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের টার্নওভার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।